মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৪৯৯

পর্ব-২৭: ফিতনাহ (كتاب الْفِتَن)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - ইবনু সাইয়্যাদ-এর ঘটনা

الفصل الاول (بَاب قصَّة ابْن الصياد)

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيتُهُ وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ. قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشد نخير حمَار سَمِعت. رَوَاهُ مُسلم

رواه مسلم (99 / 2932)، (7360) ـ
(صَحِيح)

বাংলা

৫৪৯৯-[৬] ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইবনু সাইয়্যাদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দেখলাম তার চোখ ফোলা। আমি প্রশ্ন করলাম, কখন থেকে তোমার চক্ষুর এ অবস্থা, যা আমি দেখছি? সে বলল, আমি জানি না। তখন আমি বললাম, তুমি জান না অথচ তা তোমার মাথায় রয়েছে? তখন সে বলল, যদি আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমার লাঠির মধ্যেও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করতে ক্ষমতা রাখেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তার নাকের ছিদ্র থেকে গাধার আওয়াজের চেয়েও বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। (মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ: মুসলিম ৯৯-(২৯৩২), মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৬৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ)তার চোখ ফুলে উঠেছে। যেন দুই চোখের মাঝে মাংস ফুলে উঠে চামড়া ঝুলে পড়েছে।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার চক্ষু ফুলে উঠেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে।

(قُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ)আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কখন তোমার চক্ষুকে এমন করেছেন? আমি তা ফুলা দেখছি। এতে যেন ইবনু সাইয়্যাদ পরীক্ষায় পড়ে গেল, সেকি তাতে একমত পোষণ করবে, না ভিন্নমত পোষণ করবে। তাই সে উত্তর দিল, আমি জানি না।

(قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟) আমি [ইবনু উমার (রাঃ)] বললাম, তুমি জান না, অথচ এটা তোমার মাথায়ই রয়েছে? স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব বলে মনে হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবেই এটা সম্ভব। সৃষ্টিগতভাবে তার চোখে কোন কিছু ঘটতে পারে যা সে জানে না। কেননা যখন তাক্বদীরের বিষয় চলে আসে চক্ষু তখন অন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দোষ ধরা থেকে অন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু পরের দোষ ঠিকই ধরতে পারে। অন্যের চোখের ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কাষ্ঠখণ্ডও দেখতে পায় না।

(قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاك) ইবনু সাইয়্যাদ উত্তর দিল আল্লাহ তা'আলা কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তোমার অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তুমি জানতে পারবে না।

কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর কথা, তা তোমার মাথায়ই রয়েছে অথচ তুমি তা জান না? এ কথার প্রেক্ষিতে ইবনু সাইয়্যাদ বলে, আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে অতি নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও তুমি তা জানতে পারবে না। সে এ কথা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছে, হয়তো চোখে এমন কিছু ঘটে যেতে পারে যার অনুভূতি তার মধ্যে থাকে না। মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটে যায় যা নিয়ে সে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, অন্য কিছুর অনুভূতি উপলব্ধি করতেই পারে না।

মিরক্বাত লেখক বলেন, এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে, যেমন- কেউ যদি অধিক আনন্দে থাকে বা দুশ্চিন্তায় থাকে সে ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না।

(فَنَخَرَ كأشد نخير حمَار)সে নাক দিয়ে এমন বিকট আওয়াজ করছে, যেমন- গাধা আওয়াজ করে থাকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, (اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ) “নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ”- (সূরা লুকমান ৩১: ১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন নাবাবী ১৮তম খণ্ড, হা. ২৯৩২)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85477

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন